বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষার অনুশীলন ক্লাস। বাংলা দ্বিতীয় পত্র। পঞ্চম ক্লাস।

বিষয়: সারমর্ম ।

প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আজকের বিষয়টি নিয়ে তোমারদের মনে নানা প্রশ্ন উঁকি দিতে পারে; দশ নম্বরের এই প্রশ্নের ছোট উত্তরে দশ পাবো কী? পাল্টা প্রশ্ন হলো- কেন পাবে না? নিয়ম,বৈশিষ্ট্য, রচনা শৈলী ও প্রশ্নের চাহিদা অনুযায়ী লেখা যে কোন প্রশ্নের উত্তরেই পরিপূর্ণ নম্বর পাওয়া যায়। তা হলো এসো বিষয় ও কৌশল জেনে নিই।

শিখনফল:

∆ সারমর্ম কী, তা জানবো।

∆ লিখন কৌশল জানবো।

☆ **সারমর্ম কী?-** সারমর্ম পদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কবিতায় কবি সংকেট, অলংকার ছন্দের আড়ালে যে ভাবটি প্রকাশ করেছেন তা অনুধাবন করে সার সংক্ষেপে প্রকাশ করাই সারমর্ম।

☆ **সারমর্ম লিখন কৌশল:**

০১. প্রদত্ত পদ্যাংশ পড়ে মূল ভাবটি অনুধাবন করতে হবে।
০২. বক্তব্যটি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়ার পর অপ্রধান বক্তব্য বাদ দিতে হবে।
০৩. সহজ সরল ভাষায় লিখতে হবে।
০৪. সারমর্মে ব্যক্তিগত মতামত লেখা যাবে না।
০৫. বক্তব্যে মূল বিষয়টি যেন বাদ না পড়ে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।
০৬. প্রদত্ত অংশটুকুর চেয়ে সারমর্ম যেন অতি ছোটো কিংবা বড়ো না হয়।

প্রয়োগ: একদা ছিল না জুতা চরণ যুগলে
দহিল হৃদয় মম সেই ক্ষোভানলে।
ধীরে ধীরে চুপি চুপি দুঃখাকুল মনে
গেলাম ভোজনালয়ে ভজন কারণে।
সেথা দেখি এক জন পদ নাহি তার
অমনি জুতার খেদ ঘুচিল আমার।
পরের দঃখের কথা করিলে চিন্তন
নিজের অভাব ক্ষোভ থাকে কতক্ষণ।

সারমর্ম : অপরের দুঃখ-ব্যথার কথা ভাবলে নিজের দুঃখকে লাঘব করা যায় এবং জীবনে পাওয়ার হতাশা দূর হয়। চরণহীন মানুষের কথা চিন্তা করলে পায়ে জুতা না থাকার অভাব বা কষ্ট অনুভূত হয় না।

সবাই কে ধন্যবাদ। পরবর্তী ক্লাসে 'সারাংশ' নিয়ে আলোচনা করবো

বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষার অনুশীলন ক্লাস। বিষয়- বাংলা দ্বতীয় পত্র 'ষষ্ঠ ক্লাস'

বিষয়: সারাংশ লিখন

সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের ক্লাসটি শুরু করছি। আশা করি সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছো। গত ক্লাসে আমি তোমাদের সারমর্ম পড়িয়েছি। আজকের পাঠ সারাংশ অনেকটাই গত ক্লাসের সারমর্ম এর মতো, তবে কৌশলগত কিছু পার্থক্য রয়েছে।

শিখনফল:

Δ সারাংশ কী, তা জানতে পারবে।
Δ সারাংশ লিখন কৌশল জানবে।
Δ কৌশল প্রয়োগ করে পূর্ণাঙ্গ নম্বর অর্জন করতে পারবে।

সারাংশ কী?- সাধারণত গদ্য- রচনার মূল বক্তব্যকে সহজ-সরল ভাষায় এবং সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপনাকে সারাংশ বলে।

সারাংশ লেখার কৌশল:

০১. উপস্থাপিত বিষয়টি মনোযোগ সহকারে পড়ে লেখকের বক্তব্য বুঝতে হবে।
০২. লেখকের বক্তব্যের বাইরে নিজের যুক্তি উপস্থাপন করা যাবে না।
০৩. অপ্রধান বক্তব্য এড়িয়ে প্রধান বক্তব্য সহজ- সরল ভাষায় সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে হবে।
০৪. মূল বক্তব্যের বাইরে অপ্রাসঙ্গিক কোন বিষয় উপস্থাপন করা যাবে না।
০৫. প্রত্যক্ষ উক্তির কথোপকথনকে পরোক্ষ উক্তিতে প্রকাশ করতে হবে।

প্রয়োগ: আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে আমাদের এই উপমহাদেশ ছিল সভ্যতার সূতিকাগার। মানুষের জ্ঞান কতদিকে কতভাবে কতকিছুর অনুসন্ধান যে করেছে, সেকালের উত্তর-পশ্চিম ভারতের অধিবাসীদের কীর্তি, খ্যাতি থেকে তা আজ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেকালের ভারতের ইয়াস্ক, পাণিনি এবং পতঞ্জলি প্রভৃতি গুণিজনেরাই প্রথম ধ্বণি বিজ্ঞানের চর্চা করেন। আমেরিকা আজ যা করছে আড়াই হাজার বছর আগে ওঁরা তাই করে গেছেন। তফাতের মধ্যে এই যে তাঁদের ধ্বণি বিজ্ঞান সাধনার ভিত্তি ছিল অনুভূতি আর একালে এদের হাতে আছে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার।

সারাংশ: ভারতীয় উপমহাদেশ মানব সভ্যতার উৎসস্থল বলে বিবেচিত। এখানে প্রাচীনকাল থেকে ইয়াঙ্ক, পাণিনি এবং পতঞ্জলি নামক গুণিজনেরা অনুভূতি দিয়ে ধ্বণিবিজ্ঞানের চর্চা শুরু করেন। তাদের চর্চার আড়াই হাজার বছর পর তাঁদের এই তত্ত্বকে ইউরোপ-আমেরিকা আজ বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে এনেছে। শুধু এইটুকুই পার্থক্য।

পুনরালোচনা:

🔶 সারমর্ম পদ্য বা কবিতার সংক্ষিপ্ত মূল ভাব; কিন্তু সারাংশ হলো গদ্য রচনার মূল ভাব।
🔶 কবিতা বা পদ্যে রূপক, অলংকার ও সংকেতের আড়ালে কবির লুকায়িত ভাবকে সারমর্মে তুলে ধরা হয়। লেখকের উন্মুক্ত ভাব বিস্তৃতি থেকে মূল ভাব তুলে ধরা হ হয় সারাংশের মাধ্যমে।

সবার জন্য শুভকামনা। আগামী ক্লাসে ভাব-সম্প্রসারণ বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষার অনুশীলন পাঠ। বিষয়: বাংলা দ্বিতীয় পত্র   ক্লাস- সপ্তম

বিষয়: ভাব সম্প্রসারণ

শিখনফল:

∆ভাব-সম্প্রারণ কাকে বলে, তা জানতে পারবো।

∆ ভাব- সম্প্রসারণ করার কৌশল জানতে পারবে

ভাব-সম্প্রসারণ কী?- যে কোন বিষয়েকে শিল্প সম্মতভাবে বিস্তৃত প্রকাশ করাকে ভাব-সম্প্রসারণ বলে। সাধারণত কবিতার পঙক্তি, স্তবক, কিংবা গদ্যের অংশবিশেষ, কোন মনীষীর উদ্ধৃতি, প্রবাদ-প্রবচন, ভাব সম্প্রসারণের জন্য দেয়া হয়। আর এই ক্ষুদ্র অংশের আড়ালে থাকতে পারে মানব জীবনের গভীর মর্মকথা, মানবতার কথা, নৃশংসতার কথা, সামাজিক বৈষম্যের কথা, ব্যক্তির স্বার্থপরতার কথা, সংসার জীবনের নানা অসঙ্গতির কথা, জাতিগত বিদ্ধেষে মানবতা লঙ্ঘনের কথা, কিংবা থাকতে পারে রাষ্ট্র, সমাজ বা বিশ্ব শান্তির কোন বার্তা।

ভাব- সম্প্রসারণ লেখার কৌশল বা নিয়ম:

◆ ১. উদ্ধৃত অংশটি ভাল করে মনোযোগ দিয়ে পড়ে মূল ভাব বা ঈঙ্গিত বুঝে নিতে হবে।

◆ ২. বাক্যে উপমা, রূপক, প্রতীক বা সংকেতের আড়ালে থাকা ভাবটি বুঝতে হবে।

◆ ৩. ভাব-সম্প্রারণে বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করার জন্য উপমা, প্রবাদ, দৃষ্টান্ত, যুক্তি, এবং প্রাসঙ্গিক যেকোন ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, লৌকিক, অথবা বৈজ্ঞানিক তথ্য উল্লেখ করা যাবে।

◆ ৪. ভাব-সম্প্রসারণের সময় অপ্রয়োজনীয় কথা এবং একই কথার পুনরাবৃত্তি পরিহার করতে হবে।

◆ ৫. সম্পরসারিত ভাবের বিষয়বস্তুকে ছোট ছোট অনুচ্ছেদের মধ্যদিয়ে প্রকাশ করা যাবে। সাধারণত তিনটি ধাপে ভাব-সম্প্রসারণ করা হয়-

প্রথম ধাপে বক্তব্যের বিষয়ে সাধারণ উপস্থাপন করা হয়।

দ্বিতীয় ধাপে বিষয়টির যৌক্তিকতা, ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্রীয় জীবনে এর প্রভাব ও প্রতিকারের উপায়সহ বিস্তৃত আলোচনা করা হয়।

তৃতীয় ধাপে উদ্ধৃতির অনুকূলে সিদ্ধান্তমূলক বক্তব্যযোগে আলোচনা শেষ হবে।

উপর্যুক্ত কৌশলের প্রয়োগ: উদাহরণ-' **মঙ্গল করিবার শক্তি ধন, বিলাস ধন নহে** '-- এই উদ্ধৃতিটির **প্রথম ধাপে-** মূল বক্তব্য হবে -- মানবজীবনে ধন-সম্পদের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু এ সম্পদ যদি ঐশ্বর্য প্রদর্শন কিংবা বিলাসিতার একমাএ উপলক্ষ্য হয়, তবে এর প্রকৃত মর্যাদা হারিয়ে পৃথিবীতে ধন-সম্পদ বরং জঞ্জালের সৃষ্টি করে। সুতরাং ধন- যথার্থ মূল্য তখনই পায়, যখন তা মানুষের কল্যাণে বা শান্তি স্থাপনে ব্যবহৃত হয়। **দ্বিতীয় ধাপে** যুক্তি ও উদাহরণসহ বিস্তৃত আলোচনা থাকবে। **তৃতীয় ধাপে** উদ্ধৃতির সমর্থনে নিজস্ব মতামত উপস্থাপন করে আলোচনা শেষ হবে। আশা করছি এ সপ্তাহের তিনটি বিষয়ে পূর্ণ নম্বর প্রাপ্তির কৌশল রপ্ত করতে সক্ষম হয়েছো। আগামী সপ্তাহে সংলাপ, খুদে গল্প ও প্রবন্ধ লেখার কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হবে।

সবাই ঘরে থেকো, নিরাপদে থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে। নিরন্তর শুভকামনা রলো।